অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। মহানায়কের মহাপ্রস্থান - শুভর অশুভ সময় ।।

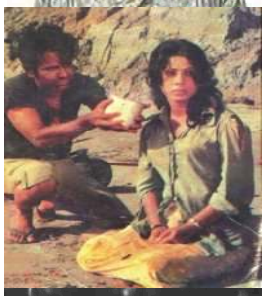

হাতেগানা মাত্র কয়েকটি ছায়াছবির কথা মনে করতে পারি যা সিনেমা হলে গিয়ে একাধিকবার দেখেছি। এর মধ্যে একটি হলো 'সূর্যকণ্যা'। সত্তর দশকে আমি তখন ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শহরের ছায়াবাণী সিনেমা হলে গিয়ে তিনবার এ ছবিটি দেখেছি। রুচিশীল পরিচ্ছন্ন ছবি বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুই ওই টগবগে যৌবনে উপলব্ধি করেছিলাম। করেছিলাম আলমগীর কবিরের পরিচালন শৈলী আর এর নায়ক বুলবুল আহমেদ-এর অভিনয় দেখে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবিগুলো ছাড়া তখন সুস্থ ছায়াছবির খুব আকাল। সেই আকালে আলমগীর কবির সুস্থ ছায়াছবির দর্শকদের উপহার দিলেন সূর্যকন্যা', 'সীমানা পেরিয়ে' র মত ছবি। আর নতুন করে আবিষ্কার করলেন সৌম্য দীপ্ত মহানায়ক বুলবুল আহমেদকে। রুচিশীল এ মহানায়ক তাই সুস্থ রুচিশীল এবং পরিচ্ছন্ন ছায়াছবির বাইরে কখনো বিচরণ করেননি। আর্থিক এবং মানসিক নির্যাতন সয়েও রুচি এবং নীতির সাথে আপোষ করেননি কখনো। সে কারণে তার ছবির লম্বা লিস্ট হয়নি - যেটুকুন আছে তা 'সলিড গোল্ড'।

আমার সাথে তাঁর পরিচয় ওই ছায়াবাণী সিনেমা হলের রুপালী পর্দাতেই। কথাবার্তা হয়নি কোনদিন। তবে বুলবুল আহমেদ আছেন এমন ছবির প্রলোভন কেউ দেখালে দ্বিতীয়বার না ভেবে রিক্সায় চেপে বসেছি। সেই সময় যখন পার করে অনেক দূর চলে এসেছি তখনো ঢাকার ছায়াছবি বলতেই চোখে ভেসেছে বুলবুল আহমেদ ঠোঁট মেলাচ্ছেন শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে - চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা ভালবাসো যদি কাছে এসো না'।

সেই সব সীমানা পেরিয়ে সময় এগিয়ে চললো। আমি চলে এলাম সিডনিতে। এখানেই তাঁর একমাত্র পুত্র শুভ-র সাথে পরিচয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ বিধায় ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। ওর কাছে মাঝে মধ্যে আমার প্রিয় মহানায়কের গল্প শুনতাম। বাবা যেমন একটু গুরু গম্ভীর ছেলে বিপরীতে প্রাণখোলা। এতোটাই প্রাণখোলা যে চুটকী বলতে বলতে শ্রোতাদের পেট ফাটিয়ে দেবে তবু নিজে হাসবে না - আর হাসলেও সেটা দুষ্টু দুষ্টু একটা মুচকী হাসি।

১৯৯৮ কিম্বা ১৯৯৯-তে একদিন শুভ-র ফোন। বললো আব্বা আম্মা এসেছেন। এই নেন আব্বার সাথে কথা বলেন। আমি প্রথমে একটু ঘাবড়ে

গেলাম। একেতো আমার প্রিয় নায়ক তদুপরি তাঁর সাথে আমার পরিচয় নেই। বললেন শুভ-র কাছ থেকে আপনাদের গল্প শুনেছি তাছাড়া মুকুল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি আপনারা এখানে থাকেন তাই ... । আমি বিনীতভাবে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম প্রথমতঃ আমাকে আপনি সম্বোধন করে আর লজ্জা দেবেন না। দ্বিতীয়ত কবিতা এ মুহূর্তে দেশে আছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরবে। বললেন আমি তা জানি। আমি বললাম কবিতা ফিরলেই আমরা এসে আপনার সাথে দেখা করবো। আরো অন্যান্য অনেক কথা বার্তা হলো । আমি আমার বাসায় আসার আমন্ত্রন জানিয়ে শেষ করলাম। ফোন রেখে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করলাম। আমার প্রিয় নায়কের সাথে সরাসরি কথা বললাম এবং সহসাই তাঁকে দেখবো।

কবিতা ফেরার পর একদিন সেই শুভক্ষণের দ্বার উন্মোচন করে দিলো শুভ। এক সন্ধ্যায় শুভ ওঁদের নিয়ে এলো আমাদের বাড়ীতে। আমার মহানায়ক, শুভর মা ডেইজী আহমেদ, ছোট বোন ঐন্দ্রিলা এবং শুভর স্ত্রী মুন্নী। আসার আগে টেলিফোনে কবিতাকে বলে দিয়েছেন তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সীমাবদ্ধতার কথা। সেভাবেই সব ব্যবস্থা হলো। চুটিয়ে সে সন্ধ্যায় আড্ডা হলো। কখনোই মনে হয়নি আমরা মহানায়ক বুলবুল আহমেদের সঙ্গে কথা বলছি। এ যেন সেই ইউনাইটেড ব্যাংকের সাধারণ কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদ। অভিভূত হয়েছি তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে। ব্যক্তিত্ব এমনই যে নামটা কখনো পরিবর্তন করেননি। ব্যাংকার বুলবুল আহমেদ রুপালী পর্দার নায়ক হয়েও বুলবুল আহমেদ। লক্ষ্য করলাম তিনি বলেন কম শোনেন বেশী। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন না। বরং স্বল্প কথায় দেখেছি তাঁর জ্ঞানের পরিধি। পাঁচ ছয় ঘন্টা ছিলেন। এর মধ্যে গান কবিতা আর তাঁর বিশাল সাংস্কৃতিক অঙ্গনের টুকরো গল্প চলছিলো। ফাঁকে ফাঁকে পুত্র শুভর দম ফাটানো চুটকী। তিনি নিজেই তা খুব উপভোগ করছিলেন। মাঝে মাঝে শুভকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন - শুভ ওটা বল ওটা আরো মজার।

কথার ফাঁকে আমাকে বললেন তাঁর প্রডাকশনের জন্য ধারাবাহিক একটা সিরিয়াল লিখতে। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি কথার কথা বলছেন। ক্রমশঃই দেখছি তিনি খুব সিরিয়াসলিই বলছেন। এ নিয়ে অনেক কথা হলো। পরে আমি ভেবে দেখলাম এটা একটা বিরাট কমিটমেন্ট। আমার নিজের পেশার ব্যস্ততার মাঝে এতবড় কমিটমেন্টে যাওয়া সমীচীন হবে না। বললাম ভেবে নিয়ে পরে আপনাকে জানাবো। পরে তাঁকে না বলে শুভকেই আমার অপারগতার কথা জানিয়েছিলাম।

আমার সেই মহানায়কটা শেষমেশ চলেই গেলেন। অসুস্থতা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো অনেকদিন ধরেই। মাঝে মাঝে তিনি হাসপাতালে নীত হলে শুভ-র

কাছ থেকে তাঁর খোঁজ নিতাম। কিন্তু এবারে যে চলেই যাবেন ভাবতে পারিনি। শুভও বুঝতে পারেনি। হঠাৎ খবর এলো । শুভ ছুটে গেলো।

এক সময়ের বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষক পরবর্তীতে ইউনাইটেড ব্যাংকের (বর্তমানে জনতা ব্যাংক) কর্মকর্তা, তারপর মঞ্চ টিভি রুপালী পর্দার নায়ক থেকে মহানায়ক। তারপর চলে যাওয়া। তাঁর প্রথম ছবি 'ইয়ে করে বিয়ে'। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো 'সূর্যকন্যা', 'সীমানা পেরিয়ে', 'রূপালী সৈকতে', 'মোহনা' 'দেবদাস','মহানায়ক','শুভদা' প্রভৃতি। অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম 'এইসব দিনরাত্রি'। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ছবিও পরিচালনা করেছেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে তাঁর অভিষেক 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত'র মাধ্যমে। এই ছবিটি শ্রেষ্ঠ পরিচালনাসহ চারটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলো। এছাড়াও তিনি 'সীমানা পেরিয়ে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। তার পরিচালিত অন্যান্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– 'আকর্ষণ', 'গরম হাওয়া' প্রভৃতি।

'দেবদাস' তাঁর আলোড়িত ছবি-র একটি। এ ছবিতে নাম ভুমিকায় ছিলেন বুলবুল আহমেদ। পার্বতী চরিত্রে কবরী আর চন্দ্রমুখী আনোয়ারা। তিনি চলে যাবার পর অভিনেত্রী আনোয়ারার কথাটা আমাকে কাঁদিয়েছে। আনোয়ারা বললেন - শরৎ বাবুর দেবদাস বাস্তবে সত্য হয়ে গেলো - দেবদাস চলে গেলেন - পার্বতী আর চন্দ্রমুখী এখনো বেঁচে রইলো।

খারাপ লাগে শুভ-র কথা ভেবে। বছর দুই হলো ওর স্ত্রী মুন্নী পরপারে চলে গেলো ছোট ছোট বাচ্চা দুটোকে রেখে। সেটা সামলাতে না সামলাতেই বাবা বুলবুল আহমেদও চলে গেলেন। ওর কষ্ট ওর মত করে আমরা কেউই বুঝবো না। শুধু মনে হয় মজার মজার চুটকী দিয়ে যে শুভ সকলকে হাসাতো এ অশুভ সময়ে সেই শুভর মুখে হাসি ফোটানোর একটি শব্দও আমার জানা নেই।

ওর দুঃখ ভোলাবার কোন জাদুকরী তত্ত্বও আমাদের নেই। যা আছে তা হলো পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থণা করা তিনি যেন ওর সহায় হন। পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা যেন ওদের সবাইকে এ দুঃখ সইবার ক্ষমতা দেন। আর আমাদের মহানায়কের আত্মার শান্তি দেন। তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

এখনও আমি মনের রুপালী পর্দায় যেন দেখি আমার মহানায়ক - 'চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা' গাইছেন আর বলছেন আমি কিন্তু এবার সত্যিই 'সীমানা পেরিয়ে' চলে এসেছি। তোমাদেরকে রেখে এলাম 'এইসব দিনরাত্রি'র মাঝে।